সংখ্যা ১৪ তারিখঃ ২৬ জানুয়ারি ২০২২ বুধবার

অনেক কোভিড-১৯ রোগী সংক্রমণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপসর্গে ভুগে থাকেন যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গ (Post COVID-19 Conditions) নামে অভিহিত করেছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে নিয়মিত ঔষধ সেবনকারীদের কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা যারা নিয়মিত ঔষধ সেবন করেন না তাদের তুলনায় প্রায় ৯ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। একইভাবে, ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে নিয়মিত ঔষধ সেবনকারী কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা যারা নিয়মিত ঔষধ সেবন করেন না তাদের তুলনায় প্রায় ৭ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়।

গবেষণার প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উপসর্গযুক্ত কোভিড-১৯ রোগীদের উপসর্গ দেখা দেয়ার ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস ও ১২ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যথাক্রমে ৭৮ শতাংশ, ৭০ শতাংশ, ৬৮ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশের দেহে কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গ দেখা গেছে। অসংক্রামক ব্যধি যেমন উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গের আশংকা ২-৩ গুণ পর্যন্ত বেশী।

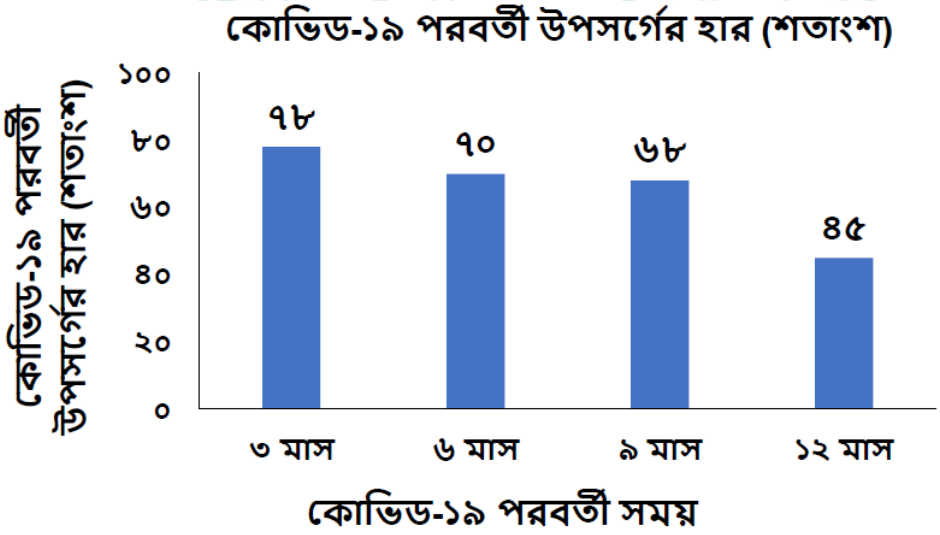

এতে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগীদের কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কমাতে রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক এর প্রেসক্রিপশন মোতাবেক নিয়মিত ঔষধ সেবন করা জরুরী। চলমান গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গের ব্যাপারে আরও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে। কোভিড-১৯ বিশ্বমারী প্রতিরোধে আইইডিসিআর সকলকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পাশাপাশি পূর্ণ ডোজ কোভিড-১৯ টিকা গ্রহনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারির শুরু থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আইইডি-সআর বিভিন্ন রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মহামারী তদন্ত ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ও প্রিভেনশন (সিডিসি) এর সহযোগিতায় আইইডিসিআর কর্তৃক পরিচালিত ফিল্ড ইপিডেমিওলজি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ (এফইটিপি,বি) এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক উপসর্গ পরবর্তী জটিলতাসমূহ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন।